মাদুরে বসে থাকা একজন পঙ্গু

যোহন ৫: ১-১৯ #47

আমি এমন একজন যে তার জীবনের অধিকাংশ সময় পঙ্গু অবস্থায় মাদুরে শুয়ে থেকে কাটিয়েছে। আপনি হয়ত আমার দিকে তাকানোর প্রয়োজন মনে করবেন না। আমি এখন একজন সক্ষম মানুষ যে মাদুর বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু গত ৩৮ বছর ধরে আমার মাদুর আমাকে বয়ে বেড়াত। আমি কোথায়ও যেতে পারতাম না। শুনুন এটা কিভাবে ঘটল। আমি নিজেও এতে বিস্মিত হয়ে গেছি।

যিরুশালেমে বেথসদা নামক একটা পুস্করিণীর ঘাটে আমি ছিলাম। মহান হেরোদ এই অতি সুন্দর জায়গাটা বানিয়েছিলেন। স্বর্গদূতের মত কিছু একটা দেওয়াল ভেদ করে আসত আর আমরা বিশ্বাস করতাম যে তিনি মাঝে মাঝে পুস্করিণীর জলে কম্পন করতেন। আমরা বিশ্বাস করতাম প্রথম যে ব্যক্তি ওই জলকম্পনের সময় জলে নামত সে সুস্থ হয়ে যেত। আর এটাই ছিল আমার কাছে একটা সমস্যা। আমি পঙ্গু; হাঁটতে পারি না। কোনো জায়গায় যেতে হলে আমার অন্যকোন ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন। আমার চারপাশে শুধু অসুস্থ, হতভাগ্য, অন্ধ, খঞ্জ, পক্ষাঘাতী মানুষের ভিড়। এরা কি আমার বন্ধু ছিল ? 'না'। তারা ওই জলে নামার বিষয়ে আমার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দী ছিল। কি অসহনীয় পরিস্থিতির তৈরী হোত তখন! – কে আগে যাবে। আমরা কেউ জানতাম না কখন জলে কম্পন হবে। তাই ওইখানেই শুয়ে পড়ে সকলে পরেরবারের জন্য অপেক্ষা করত।

আমি একাকী, অকেজো, পরিত্যক্ত এবং হতাশ ছিলাম। আমি এমন একজন অসহায় ভিক্ষুক যে সর্বদা অন্যের একটু করুণা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকত। আমার শরীরের অন্যান্য অংশ বহুদিন আগে কার্যক্ষম ছিল। ব্যবহার না করার কারণে পরে সেগুলো ক্রমশঃ অকেজো হয়ে যায়। আমি শুনতে পেতাম লোকেরা বলত, 'ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই যে আমি ওই বেচারা হতভাগ্য লোকটার মত নই'। ঈশ্বর একে কেন এরকম করেছেন? আমি অনুভব করেছি যে আমি অবশ্যই তাঁর অভিশপ্ত তালিকায় রয়েছি – পরিত্যক্ত এবং অযোগ্য।
আমি সুস্থ হওয়ার আশা একপ্রকার ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি এই একজায়গাতেই পড়ে রয়েছি। এই জায়গার নাম বৈথসদা, এর অর্থ 'অনুগ্রহের গৃহ'। আমার অবশ্যই অনুগ্রহ দরকার। আমার নিজের প্রশংসা করার কিছুই ছিল না। আমি দেখেছি সক্ষম লোকেরা আসে আর চলে যায়। তাদের একটা জীবন আছে – আর আমি? শুধু বেঁচে আছি মাত্র, একটু আশা আর স্বপ্ন নিয়ে। আমাকে সাহায্য করার কেউ নেই – এমনকি ধর্মীয় নেতারাও নয়। তারা উচ্চবর্গের মানুষ – তারা সকলকে আইনকানুন দিয়ে বিচার করে। তারা আমাকে তাদের খুশিমত জায়গায় রেখেছিল। আমি সমাজের নিম্নশ্রেণীর ছিলাম।

একদিন সমগ্র যীরুশালেম শহর তার বার্ষিক উৎসবের জন্য প্রস্তুত। এগুলো স্থানীয় পর্যটন শিল্পের জন্য ভাল কিন্তু দর্শনার্থীরা এমনভাবে আমাদেরকে দেখে যেন আমরা চিড়িয়াখানার পশু। আমরা ভিক্ষা চাই, কিন্ত তা অপমানকর।

একজন লোক কোন কারণ ছাড়াই ভিড়ের মধ্য দিয়ে আমার কাছে এগিয়ে আসে। তাঁর সঙ্গে বেশ ভিড় ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কি সুস্থ হতে চাও"? কি অদ্ভুত প্রশ্ন। এটা আমাকে একেবারে নাড়িয়ে দিল। আমি কি চাই তাতে কারোর কিছু যায় আসে না আর সেইজন্যই তো আমি আজ এখানে এই অবস্থায় পড়ে আছি। বহু বছর আগে তারা আমাকে এখানে এই অবস্থায় ছেড়ে গেছে। আমি ওই ব্যক্তির দিকে চোখ তুলে তাকালাম। তিনি হাসছিলেন। তিনি আমাকে উপহাস করছেন না কিন্তু তাঁর মুখমন্ডলে দয়ার আভাস আর সেটা যেন আমার উদ্দেশ্যেই - আর অন্যকারোর জন্য নয়। আমি এই লোকটির কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কেবল আমিই। তাঁর মনোযোগ আমার প্রতি আর তিনি জানতে চান আমি কি চাই, কি আশা করি। আমি তাঁর কাছে কেবলমাত্র একজন পঙ্গু নই – আরো কিছু। আমার আশা, আমার স্বপ্ন এগুলোর তিনি মূল্য দেন। আমার মধ্যে একটা আশার ঝলক দিল আর যেটা এতদিন আমার বুকের ভিতর আটকে ছিল সেটা বলে ফেললাম – যা আদৌ ভাল নয়।

“প্রভু, সরোবরের জল যখন নড়ে ওঠে তখন আমাকে ওই জলে নামিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। আমি চেষ্টা করি যেতে, কিন্তু আমার আগে অন্য কেউ নেমে যায়।“

আমি কি তাঁকে এইমাত্র “প্রভু” বলে ডেকেছি? আমি কি করে জানলাম? আমি জানি না কিন্ত আমি বলেছি। “প্রভু”। ইনি সাধারণ মানুষ নন। তিনি আমার সম্পর্কে চিন্তা করেন। কেন কে জানে, আমার শুষ্ক হৃদয় থেকে কেন এসব উল্টোপাল্টা ভাবনাগুলো আসছে, আমি দোষারোপ করতে লাগলাম।

আমি অন্যদের দোষারোপ করলাম – কেউ আমার জন্য চিন্তা করে না, সাহায্য করে না, আমি একা, অসহায় আর কেউ আমাকে সাহায্য করে না।

আমি দূতকে দোষারোপ করলাম – যে তিনি জল নাড়ান, অন্যদের সুস্থ করেন কিন্তু আমি যখন সেখানে যাই তখন তিনি করেন না।
আমি নিজেকে দোষারোপ করলাম – আমি নামতে চেষ্টা করি – সেটার কেউ মূল্য দেয় না – আমি পঙ্গু, আমি অযোগ্য, আমি হেরো।
আর আমি আমার প্রতিবেশীদের দোষারোপ করলাম – তারা নিয়ম মেনে এক এক করে আসে না, আর এটা ঠিক নয়।
আমার নিজের উপর আত্মকরুণাগুলো বমির মত বের হয়ে এল আর আমি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়লাম। আমার আর বলার কিছু নেই। আমার যা কিছু বলার তা আমি এই দয়ালু ব্যক্তিটিকে বলেছি। আর তা কোন কাজেই এল না। আমি কোন কাজ করি না। আমি স্থবির হয়ে গেলাম। আমি এখনও শুয়ে আছি। আমি এখনও পঙ্গু অবস্থায় আমার মাদুরে শুয়ে আছি। আমি শূন্য।

উনি আবা কথা বললেন। তাঁর বলা প্রথম শব্দটা যদি স্ফুলিঙ্গ হয় তবে পরের বলা কথাগুলো ঠিক যেন দাবানলের মত।

“ওঠ! তোমার মাদুর তুলে নাও আর হেঁটে বেড়াও”।

এই শব্দগুলো আমাকে অবাক করে দিল। সেগুলো সরাসরি আমার অন্তরে গিয়ে বিঁধল। আমি একটু আগে বলছিলাম যে এতক্ষন ওনাকে যা যা বলেছি তা সবই কোনো কাজে আসে নি – আমার গোড়ালি, আমার মন, আমার প্রতিবেশী, আমার বিশ্বাস, সবকিছু – মূল্যহীন। সেই উচ্ছাস আমার কাছে এক নূতন রাস্তা খুলে দিল – ওনার কথার বাধ্য হতে হবে। আর তাঁর কথামতো আমি তাই করলাম।

তিনি বললেন, “ওঠ”, আমি উঠলাম। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথার অবস্থানের পরিবর্তন হল, পেশীগুলো সবল হতে লাগল, সমস্ত নার্ভগুলো সংকেত পাঠাতে লাগল, কানের ভারসাম্য ফিরে এল। আমি উঠে দাঁড়ালাম – এক শক্তি আমার সমস্ত শরীর জুড়ে প্রবাহিত হতে লাগল। আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কেউ আমাকে সাহায্য করে নি। আমি নিজে থেকে উঠেছি। আমি ভেবে উঠতে পারছি না কি করে এটা হল: আমি শুধুমাত্র তাঁর আজ্ঞা পালন করেছি।

“তোমার মাদুর তুলে নাই”, আমি নীচু হয়ে হাতে করে করে মাদুরটা নিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন “হেঁটে বেড়াও”, আমি এক পা ফেললাম...আর এক পা...আমি আমার নিজের শক্তিতে হাঁটছি...আমার নিজের পায়ে – ঠিক যেমন তিনি আজ্ঞা দিয়েছেন। আমাকে শেখানোর দরকার পড়ে নি, শুধুমাত্র তাঁর আজ্ঞায় বিশ্বাস করে এটা সম্ভব হয়েছে।

তিনি আমাকে এই বিষয়ে ভাবার কোন সুযোগই দেন নি। আমি হয়ত ভেবেছিলাম আমি পারব না, আমি কতবছর হাঁটি নি, আমার পেশীগুলো নড়াচড়া করে নি....পেশীগুলোর এতে কি ভূমিকা...না সেগুলোর কোন কাজ নেই...আমি শুধুমাত্র তাঁর কথায় বিশ্বাস করে বাধ্য হয়েছি। আমি কয়েক পা হাঁটলাম, মাদুরটা আমার হতে ধরা, আমি নিজেই হতবাক যে আমি কি করে এটা করতে পারছি। আমি পিছন ফিরে তাকালাম – উনি চলে গেছেন, জনতার ভিড়ে মিশে গেছেন। লোকেরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে –আমার মত তারাও হতবাক।

আমি দাঁড়িয়ে আছি, নিজে থেকে, আমার নিজের শক্তিতে কারণ আমি ওই ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। কেমন মানুষ ইনি? কোথায় গেলেন? কে ইনি?

ঠিক তখনই কয়েকজন ধর্মগুরু এগিয়ে এল, মনে হল তারা ভীষণ রেগে আছেন।

"আজ বিশ্রামবার"

"তাতে কি"

"ব্যবস্থা অনুযায়ী তোমার মাদুর বয়ে বেড়ানো নিষেধ"।

"কিসের ব্যবস্থা? কার ব্যবস্থা? যে ব্যক্তি আমাকে সুস্থ করেছেন তিনি বলেছেন, 'তোমার মাদুর তুলে নাও আর হেঁটে বেড়াও'। আমি তো শুধুমাত্র তাঁর আজ্ঞা পালন করছি। আমি গত ৩৮ বছর মাদুর বহন করি নি। আপনারা তো কখনও আমায় সাহায্য করেন নি আর এখন যখন অন্য একজন আমায় সাহায্য করলেন, আপনারা বলছেন তাঁর কথা অমান্য করতে"।

তারা একটু অসুবিধায় পড়েছেন বলে মনে হল।

"কে সেই ব্যক্তি যিনি তোমাকে বলেছেন মাদুর তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও?"

তিনি নিশ্চয়ই এদের মত কেউ নন আর এরাও তাঁকে একেবারেই পছন্দ করেন না। যাইহোক আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি এবং যিনি আমাকে সুস্থ করেছেন তাঁর আজ্ঞা পালন করছি। এই লোকগুলো কি ভাবছে না ভাবছে তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

এদের সঙ্গে আমার এখন একটাই মিল আর তা হল ওদের মতোই আমিও ভাবছি এই রহস্যময় ব্যক্তিটি কে। কিন্তু ওদের আর আমার জানার উদ্দেশ্য একেবারেই আলাদা। আমি জানতে চাই কে আমায় সুস্থ করলেন। ওরা জানতে চায় কে আমকে বলেছে মাদুর তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াতে।

এই লোকগুলো কি অন্ধ? এরা জানে আমি কে। বছরের পর বছর ধরে এরা আমাকে অভিশাপ দিয়ে এসেছে। এতদিন এরা আমাকে দোষারোপ করেছে আর এইভাবে ফেলে রেখেছিল – এই মাদুরের উপর। আজ সেই মাদুর আমার হাতে আর তা সম্ভব হয়েছে কারণ সেই ব্যক্তি আমাকে সুস্থ করেছেন। তারা অখুশি হয়ে চলে গেল।

আমি সত্যিই জানতে চাই কে ওই ব্যক্তি যিনি আমাকে সুস্থ করলেন এবং এই ধর্মীয় নেতাদের অবাক করে দিলেন। আমি তো খুব খুশী। আমি এখন জনতাদেরই একজন – তাদেরই মত সক্ষম। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল,

"তুমি সেই মাদুরে বসে থাকা লোকটা না?"

হ্যাঁ আমিই। কিন্তু.....কয়েকজন আমাকে বলেছে.....

আমি মন্দিরের দিকে যেতে শুরু করলাম – আমার জীবনে যা ঘটেছে তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হবে।

পরে, সেই ব্যক্তি আবার আমায় দেখতে পেলেন। অন্য পঙ্গুলোকেরা আমাকে দেখার আগেই তিনি আমাকে জনতার ভিড় থেকে সরিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি, তিনি বললেন আমি "যীশু"।

তিনি বললেন "দেখ, তুমি আবার সুস্থ হয়ে গেছ"। আমার পূর্বের জীবনটা যেন ভেসে উঠল, 'আবার'। হ্যাঁ ৩৮ বছর আগে, আমি সুস্থই ছিলাম আর আজ আবার সুস্থ হলাম। ভবিষ্যতে কি আছে? আর সেটা বলার জন্যই তিনি এসেছেন।

“পাপ কোরো না যেন তোমার প্রতি আরও ভয়ংকর কিছু না ঘটে”।

এই যীশু নামে ব্যক্তিটির প্রত্যেকটি কথা ভিতরের সব কালিমা দেখিয়ে দেয় আর তিনি সুস্থ করেন। তাঁর প্রথম কথাটা আমার ব্যর্থতাকে মনে করিয়ে দেয় আর তারপর তিনি আমায় আরোগ্য করেন। তাঁর কথাগুলো আমার পাপময় আত্মাকে দেখিয়ে দিয়েছিল আর আমার মনে হয় অন্যকে আরোগ্য করার শক্তি ওনার আছে।

আমার পঙ্গু শরীর সকলেই দেখেছে। আমার পঙ্গু আত্মাকেও আমি জানি। আমি যখন আমার মাদুরটাকে বিছাতাম তখন অন্য সুস্থ-স্বাভাবিক লোকেদের দেখে আমার হিংসা হত, কাজ না করে টাকা পাওয়ার লোভ, পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মহিলাদের দেখে কু-অভিলাষ, আত্মকরুণা এবং ঈশ্বরের প্রতি উদাসীন মনোভাব, যারা সরোবরে নামতে পারত তাদের ওপর রাগ, অকম্মা হয়ে শুয়ে থাকা –এটাই ছিল আমার জীবন। ফরীশিরা আমাকে দেখিয়ে অন্যদের বলত দেখ এ পাপী আর পাপের ফল ভোগ করছে।

আমি পাপী এটা ঠিক। আমি অনেক পাপ করেছি। যীশু বলেন, “পাপ কোরো না”। তাঁর কথা সবকিছু ভেদ করে আমার হৃদয়ে বিঁধেছে – আমি পাপ ছেড়েছি। কিন্তু তাঁর সেই প্রথম নির্দেশের মতই ছিল – হাঁটো। এখন আমি বুঝেছি তাঁর এই নির্দেশেরও এক প্রচন্ড ক্ষমতা আছে। তাই আমি ঠিক করেছি পাপ আর করব না।

প্রথম আজ্ঞাটা একটি শক্তিশালী উদ্দেশ্য ছিল – পঙ্গু জীবন থেকে বের হয়ে আসা। দ্বিতীয় আজ্ঞাটারও একটি শক্তিশালী উদ্দেশ্য ছিল। পঙ্গু হয়ে থাকাটা খারাপ। কিন্তু যীশু বলেছেন আমি যদি পাপ করা না ছাড়ি তা আমার জীবনে আরও খারপ কিছু ডেকে আনবে। পঙ্গু হয়ে থাকার চেয়ে জীবনে আরও খারাপ আর কি হতে পারে। আমি জানি তিনি কি বলতে চাইছেন। যিরুশালেমে দক্ষিণে হিন্নোম নামের একটা গভীর উপত্যকা আছে, যেখানে আমরা সব আবর্জনা ফেলি। সেটা একটা বাজে জায়গা। আমাদের পূর্বপুরুষরা যারা ঈশ্বরের থেকে মন ফিরিয়ে নিয়েছিল তারা ওখানে শিশুদেরকে আগুনে উৎসর্গ করত তাদের দেবতা বাল ও মোলকের উদ্দেশ্যে। ওই জায়গাটায় সবসময় আগুন জ্বলত। দূর্গন্ধ বের হত। ঠিক যেন নরকের আগুনের মত। ওই জায়গার তুলনায় বৈথসদাতে পঙ্গু হয়ে শুয়ে থাকাটা তো পাঁচতারা হোটেলে থাকার সমান। আমি ওখানে যেতে চাই না। কিন্তু আমার পাপের তো দীর্ঘ ইতিহাস আছে – গর্ব, ঈর্ষা, প্রবঞ্চনা, লোভ, পেটুকতা, অলস এবং অভিলাষ – সমস্তরকম মৃত্যুজনক পাপ। এগুলো একটু একটু করে আমাকে শেষ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে – জীবনের অন্যপারে। না, না, না!

যীশু আমাকে সক্ষম পা দিয়েছেন, তিনি আমাকে পাপ না করার জন্য সেই ইচ্ছাশক্তি দিতে পারেন এবং আমাকে আমার এই পাপশৃঙ্খলিত জীবন থেকে মুক্তি দিতে পারেন। তিনি আমার শরীরকে আরোগ্যতা দিয়েছেন এবং তিনিই আমার আত্মাকে আরোগ্য করতে পারেন। আমি কেন পাপ বয়ে বেড়াব? আমি তো এখন আর অভিশপ্ত নই। আমার দিকে দেখুন সকলে – আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি, মুক্ত। আমি যাচ্ছি কিন্তু জানিনা কোথায়, দূর্গন্ধভরা ওই হিন্নোন উপত্যকায় নিশ্চয় নয়। আমি উপরে আরো উপরে উঠছি ঈশ্বরের গৃহের দিকে তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য।

আমি পথে ফরীশিদের দেখা পেলাম। আগেরবার তারা জানতে চেয়েছিল কে আমায় সুস্থ করেছে। আমি এখন উত্তরটা জানি আর আমি সরাসরি সেটাই বললাম। “যীশু আমাকে সুস্থ করেছেন”। আমি ভেবেছিলাম তারা আমার উত্তর শুনে খুশী হবে। কিন্তু যীশুর নাম শুনে তাদের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। যীশু কি কোন ভুল কাজ করেছেন? তারা পরস্পরের দিকে তাকাল, বিশ্রামবারে এই কাজটা করে যীশু ঠিক করেন নি। তাতে কি হয়েছে। বিশ্রামবারের কর্তা কে? নিশ্চয়ই করে এই ফরীশিরা নয়। আমরা সবাই জানি যে ঈশ্বর ছয়দিনে সৃষ্টির সকল কাজ শেষ করে বিশ্রামবারে বিশ্রাম নিয়ে তা পবিত্র করেছিলেন। তাহলে ঈশ্বরের পক্ষে কে? এই ধর্মীয় নেতারা নাকি যীশু। একটা জিনিস বেশ পরিস্কার। এই নেতারা সকলেই যীশুর বিপক্ষে। তারা তাকে ঘৃণা করে। কিন্তু এরা কেউই আমার শরীরকে এবং আত্মাকে সুস্থ করে নি। যীশু করেছেন, এরা নয়।

তারা যীশুকে খোঁজার জন্য চলে গেল। আমার মনের মধ্যে প্রশ্ন নিয়ে আমিও পিছু নিলাম। দেখলাম তারা যীশুর সঙ্গে কথা বলছেন বা হয়ত যীশু তাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলছেন। "আমার পিতা এখনও কাজ করে যাচ্ছেন আর আমিও কাজ করছি"। এই কথাগুলো আমর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। মনে হল যেন উনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন। যীশু যে শুধু ঈশ্বরের পক্ষ ছিলেন তা নয় কিন্তু ঈশ্বর তাঁর পিতা। আর যীশু তাঁর পিতার পথ অনুসরণ করছেন। আসলে পিতা ঈশ্বর এবং যীশু দুজনেই এখন কাজ করছেন। আমি কেবলমাত্র তাঁদের কাজের প্রক্রিয়ার অংশমাত্র – তাঁরা আমার শরীর ও আত্মা উভয়ই সুস্থ করেছেন। আমি তাঁদের নবসৃষ্টি – জীবন্ত উদাহরণ সবার চোখের সামনে। ঈশ্বর স্বয়ং আমার মধ্যে কাজ করেছেন। আমাকে কে এইভাবে সুস্থ করতে পারত? এই যিহুদীরা নিশ্চয়ই নয়। তারা এখনও অন্ধ হয়ে আছে তাই তারা বুঝতে পারছে না। বিশ্রামবারে আমার মাদুর বয়ে বেড়ানোটা যদি তাদেরকে যীশুর বিরুদ্ধে পাগল করে তোলে তাহলে তাঁর এই দাবী যে তিনি ঈশ্বরপুত্র তো তাদেরকে যীশুকে হত্যা করার জন্য আক্রোশী করে তুলবে। "এ তো ঈশ্বরনিন্দা", আমি শুনতে পেলাম তারা রাগে চিৎকার করছে। "এ নিজেকে ঈশ্বরের সমান বলছে"। আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। ঈশ্বরই আমাকে সুস্থ করেছেন আর যীশুর আজ্ঞায় এটি সম্ভব হয়েছে। যীশু এবং ঈশ্বর নিশ্চয়ই একই দলে।

তাদের উদ্দেশ্যে যীশুর ব্যাখ্যা শেষ হয় নি। তিনি তাদেরকে আর একটি সুযোগ দিলেন তাঁর দাবীকে মেনে নেওয়ার জন্য। তারপর তিনি যা বললেন তা আমাকে ভীষণ প্রভাবিত করল। সেটা আমার সুদীর্ঘ নোংরা জীবনকে নিয়ে নেয় এবং আমাকে সেখান থেকে তোলে আর আমাকে স্বর্গস্থ পিতার উষ্ণপ্রেমে স্নান করিয়ে দেয়।

তিনি তাদেরকে বললেন কিন্তু আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

"সত্য সত্য আমি তোমাদের বলছি, পুত্র নিজে থেকে কিছু করতে পারে না, তিনি পিতাকে যা কিছু করতে দেখেন তাই করেন; কারণ পিতা যা করেন পুত্র তাই করেন"।

বাহ্! পিতা ঈশ্বর, আমার পিতা, যিনি আমাকে দেখেছেন আর স্বর্গ থেকে তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছেন গালীলে, যিহুদীয়াতে, যীরুশালেম থেকে বৈথসদা পর্যন্ত, সেই সরোবরের কাছে, পঙ্গুদের কাছে - যেখানে আমি পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আমাকে খুঁজে নিয়ে আরোগ্যদান করলেন। যখন আমি পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম তখন ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে আমার জন্য পৃথিবীতে পাঠালেন।

ঈশ্বর তাঁর সময়ে আমার জীবনে কাজ করলেন আর আমায় মুক্ত করলেন।

যীশু বেশিদিন যীরুশালেমে থাকলেন না কিন্তু দুবছর পর নিস্তারপর্বের সময় তিনি আবার ফিরে এসেছিলেন। এরই মধ্যে রোমানরা তাঁকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করার নিষ্ঠুর পরিকল্পনা করে ফেলেছিল। তিনি কোন অপরাধ করেন নি তবু তাঁকে মূল্য চোকাতে হয়েছিল – সেই মূল্য যা আমার পাপের জন্য। আমার মুক্তির কাজ সম্পন্ন করার মূল্য তিনি এইভাবে চুকিয়েছিলেন।

Cripple "বাস্তব" প্রশ্নাবলী

1.

1. ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থ কি ছিল ?
2. সে আরোগ্যলাভের জন্য কি আশা করেছিল ?
3. সে কোথায় শুয়ে ছিল ?
4. সরোবরের নাম কি ছিল ?
5. সে কতদিন অসুস্থ ছিল ?
6. যীশু তাকে কিভাবে আরোগ্য করেছিলেন ?
7. কারা বিরক্ত হয়েছিল ?
8. সপ্তহের কোন দিন সেটা ছিল ?
9. যীশু তাকে কি করতে বারণ করেছিলেন ?
10. ঈশ্বরের সঙ্গে যীশু নিজের সম্পর্কের সম্বন্ধে কি বলেছিলেন ?

৩৮ বছর	বৈথসদা	আজ্ঞা	পঙ্গু	পিতা
অনুগ্রহের গৃহ	ফরীশি	বিশ্রামবার	পাপ করা	জল নড়ে ওঠা

	গল্প থেকে প্রশ্ন	ব্যক্তিগত প্রশ্ন
2.	এই লোকটির জীবনের অবস্থা কেমন ছিল ?	আপনার জীবনের অবস্থা কেমন ?
3.	সুস্থ হওয়ার জন্য তার কৌশল কি ছিল ?	আপনার জীবনকে উন্নত করার জন্য আপনার কৌশল কি ?
4.	যীশু কেন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "তুমি কি সুস্থ হতে চাও"?	যীশু আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করেন ?
5.	যীশু কিভাবে তাকে আরোগ্য করেছিলেন ?	যীশু কিভাবে আপনাকে আরোগ্য করবেন ?
6.	তার আরোগ্য হওয়ার পথে কারা বাধা সৃষ্টি করেছিল ?	আপনার আরোগ্য হওয়ার পথে কারা বাধা সৃষ্টি করে ?
7.	এই লোকটি তার কোন পাপকে চিহ্নিত করেছিল ?	আপনি আপনার কোন পাপকে চিহ্নিত করেন ?
8.	পঙ্গু হওয়ার চেয়ে কোন জিনিস আরো খারাপ ?	পাপের প্রতিফল বলতে আপনি কি বোঝেন ?
9.	সে কিভাবে পাপের উপর জয়লাভ করেছিল ?	আপনি কিভাবে আপনার পাপের উপর জয়লাভ করতে পারেন ?
10.	তার জীবনে ঈশ্বর কিভাবে কাজ করেছেন সে সম্বন্ধে সে কি বুঝেছিল ?	ঈশ্বর আপনার জীবনে কিভাবে কাজ করেন ?